228924 - মুমনি বান্দা আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশা ও ভয়রে মাঝে থাকবে

প্রশ্ন

আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে বলনে: "আমার ব্যাপারে আমার বান্দা যমেন ধারণা রাখে আমি তমেনই। সুতরাং সে আমার ব্যাপারে যা ইচ্ছা ধারণা করুক।" আর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়িাল্লাহু আনহুর একটি উক্তি রয়ছে: "যদি আমার এক পা জান্নাতে আর অন্য পা জান্নাতরে বাইরে থাকত, তবুও আমি আল্লাহর পরকিল্পনা থকেে নজিকেে নরিাপদ মনে করতাম না।" এখানে কি আমাদরে নতো উমর (রাঃ) আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা করনেনি? তনিি তো জান্নাতরে সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদরে একজন। আমাদরে নতো আবু বকর রাদয়িাল্লাহু আনহুর পরে তনিি দ্বতিীয় শ্রষ্ঠে সাহাবী। বান্দার অন্তর প্রশান্ত হলে কি সে আল্লাহর পরকিল্পনাকে ভয় কর? এই উক্তরি সাথে হাদীসটরি সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা কামনা করছি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

বুখারী (৭৪০৫) ও মুসলমি (২৬৭৫) বর্ণনা করনে, আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "আল্লাহ তায়ালা বলনে: আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যমেন ধারণা কর, আমি তমেনই।"

প্রশ্নে উল্লখিতি পাঠে হাদীসটি বর্ণনা করচেনে: ইমাম আহমদ (১৬০১৬) ও অন্যান্যরা। সুলাইমান ইবন আবসি-সায়বে এর সূত্রে তনিি বলনে: হাইয়ান আবুন-নদ্বর আমাকে বলনে: আমি ওয়াসলো ইবনুল আসক্বা'য়রে সাথে আবুল আসওয়াদ আল-জুরাশীর কাছে তার মৃত্যুর পূর্বরে অসুস্থ থাকা অবস্থায় তার কাছে প্রবশে করি। ওয়াসলো তাকে সালাম দয়িে বসলনে। আবুল আসওয়াদ ওয়াসলোর ডান হাত ধরে তার দুই চোখে ও চহোরায় মুছলনে; কারণ এই হাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে বাইয়াত নয়িছেলি। ওয়াসলো তাকে বললনে: আমি আপনাকে একটি বষিয়ে কি প্রশ্ন করব? আবুল আসওয়াদ বললনে: কী সে প্রশ্ন? ওয়াসলো বললনে: আপনার রবরে ব্যাপারে আপনার ধারণা কমেন? আবু আসওয়াদ মাথা নাড়য়িে ইঙ্গতি দলিনে যে তনিি উত্তম ধারণা করনে। ওয়াসলো বললনে: সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কারণ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: মহান আল্লাহ বলনে: "আমার ব্যাপারে আমার বান্দা যমেন ধারণা কর, আমি তমেনই। সুতরাং সে আমার ব্যাপারে যমেন খুশি ধারণা পোষণ করুক।"[মুসনাদ গ্রন্থরে আর-রসিালাহ ভার্সনরে মুহাক্কিরা বলনে: এর সনদ সহীহ। শাইখ আলবানী তার সহীহুল জামে গ্রন্থে হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে]

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “আলমেরা বলনে: আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে সুধারণার অর্থ হলো এই বশি্বাস করা যে তনিি বান্দার প্রতি দয়া করবনে এবং তাকে ক্ষমা করে দবিনে। তারা বলনে: সুস্থ অবস্থায় বান্দা ভীত ও আশান্বতি থাকবে; উভয়টি সমান অবস্থায় থাকবে। কারো মতে: ভয়রে মাত্রা বশেি থাকবে। তারপর যখন মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পতেে থাকবে, তখন আশার মাত্রা বাড়য়িে দবিে অথবা কবেল আশাই করবে। কারণ ভয়রে উদ্দশ্যে হলো পাপ ও মন্দ কাজ থকেে বরিত থাকা এবং বশেি বশেি আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করা। সে পরস্থিতিতিে এগুলো করা অসম্ভব হয়ে যায়। সুতরাং তখন আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা মুস্তাহাব, যে সুধারণায় অন্তর্ভুক্ত হয় আল্লাহর প্রতি মুখাপক্ষেতিা ও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ।”[শারহুন নববী আলা-মুসলমি (১৭/২১০)]

ইমাম আহমদ (৯০৭৬) বর্ণনা করনে: আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “মহান আল্লাহ বলনে: আমার ব্যাপারে আমার বান্দা যমেন ধারণা করে, আমি তমেন। সে যদি আমার ব্যাপারে ভালো ধারণা করে, তাহলে তার জন্য তমেন হবে। আর যদি আমার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করে, তাহলে তার জন্য তমেনই হবে।”[মুসনাদ গ্রন্থরে মুহাক্কিরা হাদীসটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

মুনাওয়ী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “অর্থাৎ যদি আমার ব্যাপারে সুধারণা রাখে, তাহলে আমি তার প্রতি ভালো কছিু করব। আর যদি আমার ব্যাপারে মন্দ ধারণা রাখে, তাহলে আমি তার প্রতি মন্দ কছিু করব।”[সমাপ্ত][ফাইযুল ক্বাদীর (২/৩১২)]

সুতরাং মুসলমিরে উচতি আমল যথাযথভাবে করার মাধ্যমে রবরে ব্যাপারে সুধারণা রাখা এবং আল্লাহর দকিে ধাবতি হওয়া। সে যদি মন্দ কছিু করে থাকে, তাহলে কালবলিম্ব না করে তাওবা করার মাধ্যমে সুধারণা করবে। আর আশা রাখবে যে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবনে এবং তার ভুল-ত্রুটি উপক্ষো করবনে।

দুই:

আল্লাহ তাআলা বলনে:

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

“তারা কি আল্লাহর পরকিল্পনা থকেে নরিাপদ বোধ করছেলি? বস্তুত ক্ষতগ্রিস্ত লোকেরা ছাড়া কউে আল্লাহর পরকিল্পনা থকেে নরিাপদ বোধ করে না।”[সূরা আ’রাফ: ৯৯]

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “এর দ্বারা উদ্দশ্যে হলো বান্দাদরেকে পাপে অবচিল থাকা এবং আল্লাহর অধকিারে অবহলো করার পরও তার পরকিল্পনা থকেে নরিাপদ বোধ করার ব্যাপারে সতর্ক করা। তাদরে ব্যাপারে আল্লাহর পরকিল্পনা বলতে উদ্দশ্যে হলো: তারা পাপে লপ্তি থাকা এবং আল্লাহর নর্দিশেরে বপিরীত কাজ করার পরও আল্লাহ তাদরেকে ছাড় দয়ো ও তাদরে প্রতি নয়িামত বাড়য়িে দয়ো। ফলে তারা উদাসীন অবস্থায় হঠাৎ করে শাস্তরি মুখোমুখি হওয়ার

উপযুক্ত হবে; কারণ তারা পাপে অটল ছলি এবং আল্লাহর শাস্তি থকেে নজিকেে নরিাপদ ভাবত।”[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়া ইবন বায (২৪/২৩২)]

তনিি আরো বলনে: ‘মুসলমিরে করণীয় হলো নরিাশ না হওয়া এবং নজিকেে নরিাপদ মনে না করা। সে যনে আশা ও ভয়রে মাঝামাঝি থাকে। কারণ আল্লাহ তাআলা নরিাপদ ভাবা ব্যক্তদিরে নন্দিা করছেনে এবং নরিাশ ব্যক্তদিরেও নন্দিা করছেনে। মহান আল্লাহ বলনে: “তারা কি আল্লাহর পরকিল্পনা থকেে নরিাপদ বোধ করছেলি? বস্তুত ক্ষতগ্রিস্ত লোকেরো ছাড়া কউে আল্লাহর পরকিল্পনা থকেে নরিাপদ বোধ করে না।” তনিি আরো বলনে: “তোমেরা আল্লাহর রহমত থকেে নরিাশ হয়ো না।” সুতরাং শরীয়তরে দায়ত্বিপ্রাপ্ত ব্যক্তরি উচতি হলো পুরুষ কংিবা নারী হোক সে যনে হতাশ হয়ে না পড়ে। সে যনে নরিাশ হয়ে কাজ ছড়েে না দয়ে। বরং সে যনে আশা ও ভয়রে মাঝামাঝি থাকে। সে যনে আল্লাহকে ভয় করে, পাপ কাজ থকেে সতর্ক থাকে, দ্রুত তাওবা করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহর পরকিল্পনা থকেে নরিাপদ মনে না করে, পাপরে উপর অবচিল না থাকে এবং পাপরে ব্যাপারে শথৈল্যি অবলম্বন না করে।”[সমাপ্ত][ইবনে বাযরে ‘ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব’ (৪/৩৮)]

ইবনে কাসীর রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “এ কারণে হাসান বসরী রাহমিাহুল্লাহ বলছেনে: মুমনি আল্লাহর আনুগত্য করে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। আর পাপী ব্যক্তি পাপকাজ করে নজিকেে নরিাপদ ভবে।”[সমাপ্ত][তাফসীরু ইবনে কাসীর (৩/৪৫১)]

তনি:

কছিু মানুষ উল্লখে করে যে আবু বকর রাদয়িাল্লাহু আনহু (আবার কউে কউে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণনা করনে) বলনে: “যদি আমার দুই পায়রে কোনো একটি পা জান্নাতে থাকে আর অন্যটি জান্নাতরে বাইরে থাকে, তবুও আমি আল্লাহর পরকিল্পনা থকেে নজিকেে নরিাপদ মনে করব না।” আমাদরে জানামতে কোনো হাদীস গ্রন্থে এটি উল্লখিতি হয়নি এবং কোনো আলমে এটি উল্লখে করছেনে বলে আমাদরে জানা নইে।

শাইখ আলবানী রাহমিাহুল্লাহকে বষিয়টি জজ্ঞিাসা করা হলে তনিি বলনে: “আমি এটি জানি না।”[সমাপ্ত]

একে তো কথাটি প্রমাণতি নয়। অধকিন্তু কথাটি নয়িে আপত্তি রয়ছে।ে মুমনি যতক্ষণ জান্নাতে প্রবশে করবে না ততক্ষণ আল্লাহর পরকিল্পনা থকেে নজিকেে নরিাপদ মনে করবে না। জান্নাতে পা রাখলইে সে নরিাপদ মনে করব।ে আর এমনটি কখনো জানা যায়নি যে, কোনো ব্যক্তি এক পা জান্নাতে প্রবশে করানোর পর আল্লাহ তাকে সখোন থকেে বরে করে জাহান্নামে ঢুকয়িছেনে।

ইমাম আহমদকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: বান্দা কখন প্রশান্তরি স্বাদ পাব?ে

তনিি বলনে: “জান্নাতে প্রথমবার পা রাখার পর।”[সমাপ্ত][ত্বাবাকাতুল হানাবলিাহ: (১/২৯৩)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।